বৃষ্টি সময় অন্তরে

বনানী চক্রবর্তী

কিশোরবেলা, জেগে ওঠা মন কেমন, যেন কার তুলির টানে চাপ চাপ বিষণ্ণতার মেঘ হয়ে যায়, আকাশ ছেয়ে ফেলে। নিজেই নিজের হাত ধরে যে শহর, যে জনপদ একটু একটু করে চেনা হল, কে যেন হঠাৎ বলে, যাও; ব্যথার দিনলিপি বাতাসের কোথায় যেন জমে থাকে, ঘনীভূত হয়, টোকা দিলেই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। আবার কখনও অভিযোগের রংগুলো জমাট কালোই যেন। নিজেকে নিজে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠা একা শিমূলগাছ। সব রং চলে গেল। চলে যাওয়ার স্মৃতি সময় অন্তরে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে কখনো-কখনো।

BRISHTI SOMOY ANTORE
A COLLECTION OF BENGALI POEMS
BY BANANI CHAKRABORTY
RS. 200 $ 7
AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 9789391869441

বৃষ্টি সময় অন্তরে

বনানী চক্রবর্তী

অভিযান পাবলিশার্স

Bristi Samay Antare
A collection of Bengali poems
by Banani Chakraborty

© আনন্দী ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে মারুফ হোসেন কর্তৃক ১০/২এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত
দূরভাষ : + ৯১৮০১৭০৯০৬৫৫
e-mail : abhijankolkata@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস : প্রিন্ট ম্যাক্স
প্রুফ সংশোধন : তাপসকুমার রায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মাজি অফসেট
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেক্ট্রনিক্স
বাঁধাই : প্রিয়া বুক বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র
অভিযান বুক সেন্টার, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
চয়নিকা (সাঁইথিয়া), মুক্তধারা (দিল্লি), বাতিঘর (বাংলাদেশ)
Online available on : www.dokandar.in

ISBN : 978-93-91869-44-1

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস

₹ ২০০

১

ফেলে আসা দিন শুধু, ফেলে আসা রাত নেই
আমাদের মাঝে... জীবন অনন্ত তাই, এ পৃথিবী ফেলে
দেওয়া সব কিছু জমা করে রাখে... বর্জ্য অবর্জ্যের মতো
স্তুপ স্তুপ শুকনো কিংবা ভিজে যাওয়া মুহূর্ত যত,
তোরেই রে উপহার দেব বলে আলমারির ভাঁজে ভাঁজে
লুকিয়ে রেখেছি...
সময় অক্ষয়, তাই ক্ষয়ে যাওয়া গুঁড়োগুলো আজও
রোজ প্রাণপণে দু-হাতে কুড়োই...লাল হয়ে জমে থাকা
কাগজের কোণে কোণে জমানো সে গল্পকথা
সে যে শুধু আমাদেরই জানা হয়ে আছে... যে কথা বলিনি
আগে, তোরও হয়তো কোনো বলবার কারণ ঘটেনি, নিতান্তই
নিষ্প্রয়োজন কিছু শব্দবন্ধের ঘেরাটোপ কেনই বা ছেয়ে দেবে, ভেবে
বুঝি তুই আমি নিশ্চুপে থেকেছি আবারও... যেভাবে সেদিন
নিঝুম দুপুরবেলা পাশাপাশি দুটো সোফা বলেছে অনেক কথা,
আজ তার কোনো চিহ্ন আছে নাকি জানবার লোভ কী অন্যায়...
বারবার যে কথার কম্পমান ভূমি ছুঁয়ে
ধ্বংসের মুখোমুখি খাদের কিনারেই বাস করে আছি আজও আমি,
এবার যে একবার না বলে উপায় নেই তোরে, বলব এবার...তোর যে
পরিণীতা শরীর ছুঁয়েছে শুধু, যে গোপন সুড়ঙ্গপথে
আমি জেগে আছি, সে পথের সন্ধান পায়নি রে সে,
এ বিশ্বাসে আজও বেঁচে আছি...

[২৯. ০৬. ১৭]

২

যা চাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে... এক জীবনের
মাঝে কত চাই আর কী কী পেলে খুশি হওয়া যায়,
সে কথার ঘুলঘুলি বন্ধ করেছি... একই
সমে একই তালে জীবন বেঁধেছি...
সাড়ে পাঁচটার হুইসেল, রুটির সন্ধানে ঠেলে দেবে, ঘামে
ভেজা আঁচলের গন্ধ শুধু সন্তানই পায়
ধরে নিয়ে, সেই সে অপরিবর্তনীয় সুখগুলো এই দেখ ওড়নায়
বেঁধে বসে আছি...
সকাল হলেই জুতো মোজা টাই লেসে যে আমায় ভুলে
থাকে, তারে আমি খুঁজতে যাব না...চেয়ারের সমুখেতে
উৎসুক চোখগুলো, জমানো ফাইল কাচের গ্লাসের ওই
আধখানা জলের মাঝখানে আমি নেই... আমি নেই
আটশো স্কয়্যার ফিটের ধুলো জমা আনাচে-কানাচে...
পুরোনো আসবাব বেমানান হয়ে গেছে নতুন ঠিকানায়,
সোফাও পুরোনো ছেঁড়া সেকেলে প্যাটার্ন... নতুন রান্নাঘরে
নতুন স্বাদের পদ তোর আজ একান্ত অভ্যেস...
আমিও অভ্যেস মতো স্বামী-সন্তানের মুখে চুমু খাই, গরম
কপালে হাত ছুঁয়ে বুঝে নিতে চাই, প্রয়োজনে কতটুকু এই
আমি পাশে যেতে পারি...একটু একটু করে আসবাবে
আসবাবে শূন্যস্থান ভরতি করে দিই নিয়মিত...
দিন যায় বছর ফুরায়, প্রেম ঘাম বিদ্বেষের মাঝখানে
শূন্য দিঘির জন্ম হয়... মর্যাদা-অমর্যাদা শব্দগুলো
পরিযায়ী পাখি হয়ে যে-যাহার ঘরে ফিরে গেছে তাই,
আজ শুধু শূন্য জলাশয়...

[৩০. ০৬. ২০১৭]